147

ভোরের কাগজ

তারিখ 18 NOV 1997
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

শিক্ষাব্যবস্থার হাল

দেশের ভবিষ্যৎ প্রয়োজনে যোগ্য প্রজন্ম গড়ে তোলার জন্য আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার ব্যাপক ও আশু সংস্কার জরুরি, এ ব্যাপারে একমত হলেন সকল বক্তাই। গত শনিবার একটি গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করেছিল *ভোরের কাগজ*। বৈঠকের আলোচ্য বিষয় ছিল 'শিক্ষাব্যবস্থা কোন পথে'। শিক্ষামন্ত্রী ও শিক্ষা সচিবগণসহ সে বৈঠকে আলোচক ছিলেন বিভিন্ন দলের সাংসদ এবং দেশের বিভিন্ন স্তরের ও শিক্ষাপদ্ধতির সঙ্গে যুক্ত বিশিষ্ট শিক্ষাবিদরা।

দেশের বিপর্যস্ত ও বিশৃঙ্খল শিক্ষাব্যবস্থাকে পুনর্বিন্যস্ত করার জন্য একটি শিক্ষানীতি প্রণয়নের উদ্যোগ নিয়েছে বর্তমান সরকার। শিক্ষানীতির খসড়াও তারা চূড়ান্ত করেছে। এ সময়ে বৈঠকটিতে বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার ফাঁকফোঁকর, সমস্যা ও সেগুলো শুশ্রূষার উপায় নিয়ে নানামুখী আলোচনা পুরো বিষয়টি নতুন আলোয় বিবেচনার পথ খুলে দিয়েছে নিঃসন্দেহে। বিপুল ও ব্যাপক সমস্যা নিয়ে আলোচকরা কথা বলেছেন। একদিকে এসেছে মাদ্রাসা ব্যবস্থাকে যুগোপযোগী ও মূলধারার শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে সমন্বিত করার প্রশ্ন, অন্যদিকে ক্ষেত্রপর্যায়ে ক্ষমতাধরদের চাপে কর্তৃপক্ষের অসহায়তার কথা। শিক্ষাখাতে বাজেটে কম ব্যয়বরাদ্দ, পাঠ্যসূচিতে ভুল তথ্য পরিবেশন, শিক্ষার্থীর তুলনায় বিদ্যায়তনের অপ্রতুলতা, শিক্ষকদের যথাযথ প্রশিক্ষণের কমতি, শিক্ষাঙ্গনের অতিরাজনীতিকীকরণ ইত্যাদি নানা প্রসঙ্গও আলোচনায় এসেছে।

শিক্ষাঙ্গনের সমস্যা নেহাৎ কম নয়। রন্ধ্রে রন্ধ্রে ডালপালা মেলে দেওয়া এসব সমস্যা একদিনে তৈরিও হয়নি। এর ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত আছে। কখনো কখনো ভুল নীতি গ্রহণ, বিদ্যমান নীতি বাস্তবায়নে শিথিলতা ও অপারগতা এবং নেতৃত্বের দায়বদ্ধতার অভাব পুরো ব্যবস্থাকে একটি ভঙ্গুর পর্যায়ে নিয়ে এসেছে। জাতিগঠনের যে স্বপ্ন নিয়ে একাত্তরের পর হাঁটি হাঁটি পা পা করে রওয়ানা দিয়েছিল বাংলাদেশ নামের শিশুরাষ্ট্রটি, সেটা হুমড়ি খেয়ে পড়ার অন্যতম কারণ এটিও।

বক্তারা বললেন, আমাদের শিক্ষাকাঠামো শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্বাধীন চিন্তা ও সৃজনীশক্তি বিকশিত করার উপযোগী আদৌ নয়। পাশাপাশি দুঃখজনক হলেও সত্য এই যে, শিক্ষাখাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে দল-মতনির্বিশেষে আমাদের রাজনৈতিক ও সামাজিক নেতৃত্ব আজো একমত হতে পারেননি। আমাদের কোনো ভবিষ্যৎ-দৃষ্টি শিক্ষাব্যবস্থাকে ঘিরে গড়ে ওঠেনি। এখনো কোনো এডুকেশন অ্যাক্ট আমরা নিইনি। এ কথা অস্বীকার করার কোনো উপায়ই নেই যে, বিশ্বের বিস্তৃত প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের গৌরবজনক অবস্থান তৈরি করতে হলে পুরো শিক্ষাব্যবস্থাকে পুনর্বিন্যস্ত করতে হবে, শিক্ষার এমন একটি কাঠামো গড়ে তুলতে হবে যেখান থেকে সৃজনশীল ভবিষ্যৎ প্রজন্ম গড়ে উঠতে পারে।

কিন্তু শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার ও পুনর্বিন্যাসের বড়ো একটি অংশ নির্ভর করছে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের ঐকমত্যের ওপর। শিক্ষাব্যবস্থাকে, অর্থাৎ ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে আমরা বর্তমান রাজনীতির বিপজ্জনক খেয়ালখুশির শিকার হতে দেবো কিনা সেটা ভাবার সময়ও এখন পার হয়ে যাচ্ছে। আমরা আন্তরিকভাবে চাই, দল ও গোষ্ঠীর ঘেরাটোপের বাইরে এসে আমাদের নেতৃবৃন্দ শিক্ষা বিষয়ে একমত হয়ে ভবিষ্যতের একটি স্বপ্ন অন্তত রোপণ করে যাবেন।

দুঃখজনক হলেও সত্য এই যে, শিক্ষাখাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে দল-মতনির্বিশেষে আমাদের রাজনৈতিক ও সামাজিক নেতৃত্ব আজো একমত হতে পারেননি। আমাদের কোনো ভবিষ্যৎ-দৃষ্টি শিক্ষাব্যবস্থাকে ঘিরে গড়ে ওঠেনি।